00-022

তারিখ ... ১২.৫.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

ইত্তেফাক

গতকাল (শনিবার) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল এ

'প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দিয়া শীঘ্রই অর্ডিন্যান্স জারি করা হইবে'

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা লাভ করিবেন এবং এই ব্যাপারে শীঘ্রই প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ জারি করা হইবে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রস্তাবিত সকল দাবী মানিয়া নেওয়ার ঘোষণা দিয়া তিনি বলেন, সমাজে শিক্ষকদের স্থান অতি উচ্চে। দাবী আদায়ের জন্য শিক্ষক সমাজকে রাস্তায় নামিতে হইলে জাতির জন্য ইহা কলঙ্কজনক। আমার দরজা সকলের জন্যই খোলা আছে। আলোচনার মাধ্যমে যে-কোন সমস্যার সমাধান আমরা করিতে পারি। ইহার জন্য সেক্রেটারিয়েটের দেয়াল ভাঙ্গা, হরতাল বিক্ষোভের প্রয়োজন পড়ে না।

গতকাল (শনিবার) দ্বিপ্রহরে কমলা রেলওয়ে ময়দানে আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৃতীয় জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ উপরোল্লিখিত মন্তব্য করেন।

মহাসম্মেলনে দেশের বিভিন্ন শহর ও পল্লী অঞ্চল হইতে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক যোগদান করেন। তবে আগের রাত্রে প্রবল

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষকদের

(১ম পৃঃ পর)

বর্ষণের কারণে ময়দানটি কর্দমাক্ত হইয়া পড়ে। কাদামাটিতে শিক্ষক ও দর্শকদের অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। বিশেষ করিয়া মহিলাদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। এই বিপুল সমাবেশে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজও প্রশংসনীয় ছিল না।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘ ভাষণে সমিতির দাবীসমূহ ব্যাখ্যা করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের সমস্যার চিত্র তুলিয়া ধরেন।

জবাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, শিক্ষকদের কোন দাবীই অপূর্ণ থাকিবে না। গরীব শিক্ষকদের সুখশান্তি, মান-মর্যাদার জন্য আমি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার ওয়াদা করিতেছি।

তিনি বলেন, অপ্রিয় হইলেও [illegible], দেশে শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এইদেশে শিক্ষিতের হার ছিল ২৪, বর্তমানে ২২। ৬৮ হাজার গ্রামে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় পদোন্নতির জন্য পিএইচডি করার দরকার হয়। আপনাদের সভাপতি আবুল কালাম আজাদকে পি. এইচ. ডি করানোর জন্য আমি দায়িত্ব নিলাম।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১২ লক্ষ টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য ২০ লক্ষ টাকার অনুদান ঘোষণা করেন। মহাসম্মেলনে আগমন পথে দুর্ঘটনায় নিহত তিনজন শিক্ষকের পরিবার পিছু ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুরী দেন। সভামঞ্চের সম্মুখে কুচ-কাওয়াজ ও শরীর নৃত্য পরিবেশনকারী একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ১০ হাজার টাকা দান করেন।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন, পত্রিকার মাধ্যমে জানিতে পারিলাম, একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী এক সভায় বলিয়াছেন যে, প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া দুর্নীতি গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের কথা বলা দেশের জনগণেরই অপমান। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, ইহা আমরা শোধরাইয়াও নিতে পারি। জনগণের কল্যাণেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে ঢালাও মন্তব্য করা উচিত নয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে সরাইয়া ক্ষমতায় বসার জন্য দেশের জনগণই আমাকে বাধ্য করিয়াছিল। আজকে মাঠে-ময়দানে যাঁহারা বড় বড় কথা বলেন, এই শিক্ষকদের জন্যইবা তাঁহারা কি করিয়াছিলেন? কেহ কেহ সমাজতন্ত্রের কথা বলেন। সমাজতন্ত্র আমি তাঁহাদের চাইতে কম বুঝি না। এইসব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলাই সমাজতন্ত্র।